বিশ্ববাণিজ্য

লিঙ্কডইনের সমীক্ষা

ভারতে কাজে ফিরতে সমস্যায় পড়ছেন নারীরা

বাণিজ্য ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

মহামারির কবলে পড়ে ভারতের অর্থনীতি যখন থমকে গিয়েছিল, তখন বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। আয় কমেছিল বেশির ভাগ মানুষের। তবে এর মধ্যে নারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সমীক্ষায় এমন তথ্য উঠে এসেছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো এখন ভারতেও করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কাজের পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে, কিন্তু নারীদের বড় একটি অংশের কাজে ফিরতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। তার কারণ হলো, নারীরা কাজের প্রকৃতিতে নমনীয়তা চাইলেও কোম্পানিগুলোর তাতে বিশেষ সায় নেই। সামাজিক মাধ্যম লিঙ্কডইনের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীদের কাজে ফিরতে সমস্যা তো হচ্ছেই, এমনকি চাকরি ছেড়েও দিতে চাইছেন অনেকে।

বিজ্ঞাপন

২ হাজার ২৬৬ জন পেশাদারের মধ্যে সম্প্রতি এ সমীক্ষা চালিয়েছে লিঙ্কডইন। সেখানে স্পষ্ট হয়েছে, কাজের শর্তে নমনীয়তার দাবি তুললে বাড়ছে বেতন হ্রাস, বৈষম্য ও পদোন্নতি আটকে যাওয়ার আশঙ্কা। এ অবস্থায় চলতি বছরে অনেক নারীই হয় কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, নয়তো ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। চাকরিতে ফিরতেও অসুবিধার মুখে পড়ছেন অনেকে। এর জন্য চাকরিদাতাদের মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন অধিকাংশ পেশাদার।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ৮৩ শতাংশ নারী বলেছেন, করোনা-পরবর্তী সময়ে পরিবারকে সময় দেওয়া এবং কাজের ভারসাম্য থাকবে, এমন নমনীয় শর্তেই তাঁরা কাজ করতে চান। যেসব কোম্পানি এসব সুবিধা দিতে চায় না, তাদের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৭২ শতাংশ নারী। একই কারণে কাজ ছেড়েছেন বা ছাড়ার কথা ভাবছেন প্রায় ৭০ শতাংশ নারী।

ভারতে লিঙ্কডইনের প্রধান রুচি আনন্দ বলেন, প্রতিভা হারাতে না চাইলে কোম্পানিগুলোকে শর্ত বদলাতে হবে। এই নারীদের অনেকেই অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, তাঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সে জন্য তাঁদের কাজের মূল্য আছে। তাঁদের সেবা পেতে হলে কোম্পানিগুলোকে কাজের শর্তে নমনীয়তা আনতে হবে।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২২ প্রথম আলো